জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৯ ফেব্রুয়ারি, (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ১৯.০২.২০২০–২৩.০২.২০২০]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। গত চারদিন সারাদেশের আবহাওয়া প্রায় শুষ্ক ছিল এবং মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিন সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় আর্দ্রতার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যদিও বিভিন্ন ফসল সংগ্রহ পর্যায়ে রয়েছে, তবে নতুন ফসল বপন বা ধানের চারা রোপণের ক্ষেত্রে আর্দ্রতার ঘাটতির প্রভাব পড়তে পারে। আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য সবজির জমিতে মালচিং বা সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আগামী পাঁচ দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রযেছে কাজেই শোষক পোকার আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সময় রবি ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

সবজি:

- একদিন অন্তর সেচ প্রদান করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা নিধন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় মরিচে থ্রিপস ও জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- মালচিং করুন এবং খামারজাত সার প্রয়োগ করুন।
- আগাম বপনকৃত পেঁয়াজ/রসুনের জমিতে আন্ত:পরিচর্যা করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ১০-১৫ দিন পর পর হালকা সেচ প্রদান করুন।
- শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে পেঁয়াজে থ্রিপস পোকার আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন।

বোরো ধান:

বীজতলা থেকে চারা রোপণ-

- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- দ্রুত চারা রোপণ শেষ করুন। জমি ও নিষ্কাশন নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- চারা রোপণের পর ১৫ দিন পর্যন্ত মূল জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন।

বৃদ্ধি পর্যায়-

- সেচ প্রদান করে জমির পানির স্তর ৩-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা নিধন করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্বোফুরান গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

- বালাইনাশক প্রয়োগ করার আগে সেচের পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে নাটিভো ৭৫ডব্লিউজি/ট্রুপার @ ০.৬ গ্রাম/লিটার পানি অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ৩২৫ এসপি এমিস্টার টপ মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাদামী দাগ রোগের আক্রমণ হলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গম:

- ৭৫-৮০ দিন বয়স হলে তৃতীয় সেচ প্রয়োগ করুন।
- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন ও কান্ড ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, জ্যাসিড বা ইঁদুরের আক্রমণ এবং ব্লাস্ট, পাতার মরিচা রোগ, পাতা পোড়া, পাতায় দাগ রোগ, গোড়া পচা, পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে ব্লাস্ট রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।
- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে হেক্সাকোনাজল অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে টেবুকোনাজল/কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- কাটুই পোকা নিয়ন্ত্রণে কার্বোফুরান @২০কেজি/হেক্টর অথবা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকা নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- অল্টারনারিয়া ব্লাইট রোগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সরিষা:

- ৮০% ফসর পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- দানা গঠন পর্যায়ে সেচ প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- ফুল পর্যায়ে বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকা নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি একরের জন্য ২০০ লিটার পানিতে ১ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইড অথবা ৮০০ গ্রাম ডায়থেন এম ৪৫ মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ভুট্টা:

- বপনের ৬০-৭০ দিন পর তৃতীয় সেচ দিতে হবে।
- মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- ভুট্টায় ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- স্টেম বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে দুইবার প্রতি হেক্টরে ১০০মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন প্রয়োগ করুন।

মসুর:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢলে পড়া রোগ হলে সপ্তাহে দুইবার প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পড বোরার এর আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ হাত দিয়ে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আলু:

- ৮০% ফসল পরিপক্ক হলে সংগ্রহ করে ফেলুন।
- সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকলে নাবী ধ্বসা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লাল পিপড়ার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- লিফ মাইনর, শোষক পোকা, টিক্কা রোগ দেখা দিতে পারে। লিফ মাইনর নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ক্লোরোপাইরিফস @২.৫ মিলি অথবা কুইনালফস @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। শোষক পোকার জন্য প্রতি লিটার পানিতে মনোক্রোটোফস @ ১.৬ মিলি অথবা ইমিডাক্লোরোপিড @ ০.৩ মিলি অথবা ডাইমেথয়েট @ ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। টিক্কা রোগের জন্য প্রতি একরে ম্যানকোজেব @ ৪০০ গ্রাম+কার্বেন্ডাজিম @ ২০০ গ্রাম অথবা হেক্সাকোনাজল @ ৪০০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্যান ফসল:

- ৩-৪ মাস বয়সী কচি কলাগাছে সিউডোস্টেম উইভিল এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিলে আশেপাশের গাছ সহ আক্রান্ত গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- আমে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আম গাছ ছাতরা পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রায় ইমিডাক্লোরোপিড প্রয়োগ করুন।
- আমে হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ছত্রাক আক্রমণে কচি কাঁঠাল কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত ফল তুলে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলুন। আক্রমণ প্রতিরোধে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে পর্যাপ্ত পানি পান করান। টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- চর্মরোগ দেখা দিলে যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- মশার প্রকোপ থেকে গবাদি পশুকে রক্ষা করুন।
- ছাগলের ব্লিস্টার রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

মৎস্য:

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৯ *ফেব্রুয়ারি*, ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৮ *ফেব্রুয়ারি*, ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৯ *ফেব্রুয়ারি*,, ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৯.৫	১৬.২	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩০.০	১২.৮
	টাঙ্গাইল	০০	২৯.০	১৪.৫		ঈশ্বরদী	০০	২৯.৬	১২.৭
	ফরিদপুর	০০	২৯.১	১৪.১		বগুড়া	০০	২৯.২	১৫.৮
	মাদারীপুর	০০	২৯.৫	১১.৮		বদলগাছী	০০	২৭.৭	১৫.৪
	গোপালগঞ্জ	০০	২৯.১	১৪.০		তাড়াশ	০০	২৮.৬	১৬.২
	নিক্‌লি	০০	২৮.২	১৫.৬					
					রংপুর	রংপুর	০০	২৭.৫	১৫.৫
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৮.০	১৫.২		দিনাজপুর	০০	২৮.০	১৩.২
	নেত্রকোনা	০০	২৮.৫	১৬.০		সৈয়দপুর	০০	২৮.০	১৪.৫
						তেঁতুলিয়া	০০	২৬.২	১৩.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৮.৫	১৬.২		ডিমলা	০০	২৬.৭	১৬.০
	সন্দ্বীপ	০০	২৯.৮	১৫.১		রাজারহাট	০০	২৭.৭	১৩.৫
	সীতাকুন্ড	০০	৩০.৪	১৩.৩					
	রাঙ্গামাটি	০০	২৯.০	১৩.৫	খুলনা	খুলনা	০০	২৯.০	১৭.০
	কুমিল্লা	০০	২৯.০	১৫.২		মংলা	০০	২৯.২	১৬.৬
	চাঁদপুর	০০	৩০.৩	১৬.৬		সাতক্ষীরা	০০	২৮.৭	১৬.৪
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৯.৬	১৬.০		যশোর	০০	২৯.৬	১৩.৮
	ফেনী	০০	২৯.৮	১৫.৩		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩০.০	১২.৭
	হাতিয়া	০০	২৮.৯	১৬.০		কুমারখালী	০০	২৯.২	১৫.৪
	কক্সবাজার	০০	৩০.৩	১৬.৮					
	কুতুবদিয়া	০০	২৯.০	১৬.৩	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩০.৫	১৪.৪
	টেকনাফ	০০	২৯.৬	১৫.০		পটুয়াখালী	০০	৩১.০	১৬.৬
						খেপুপাড়া	০০	২৯.৩	১৮.০
সিলেট	সিলেট	০০	২৯.৪	১৬.৮		ভোলা	০০	২৯.৭	১৪.২
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৯.০	১৩.৬					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.৭৫ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৭৭ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশাঃ শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (১৮ *ফেব্রুয়ারি*, ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

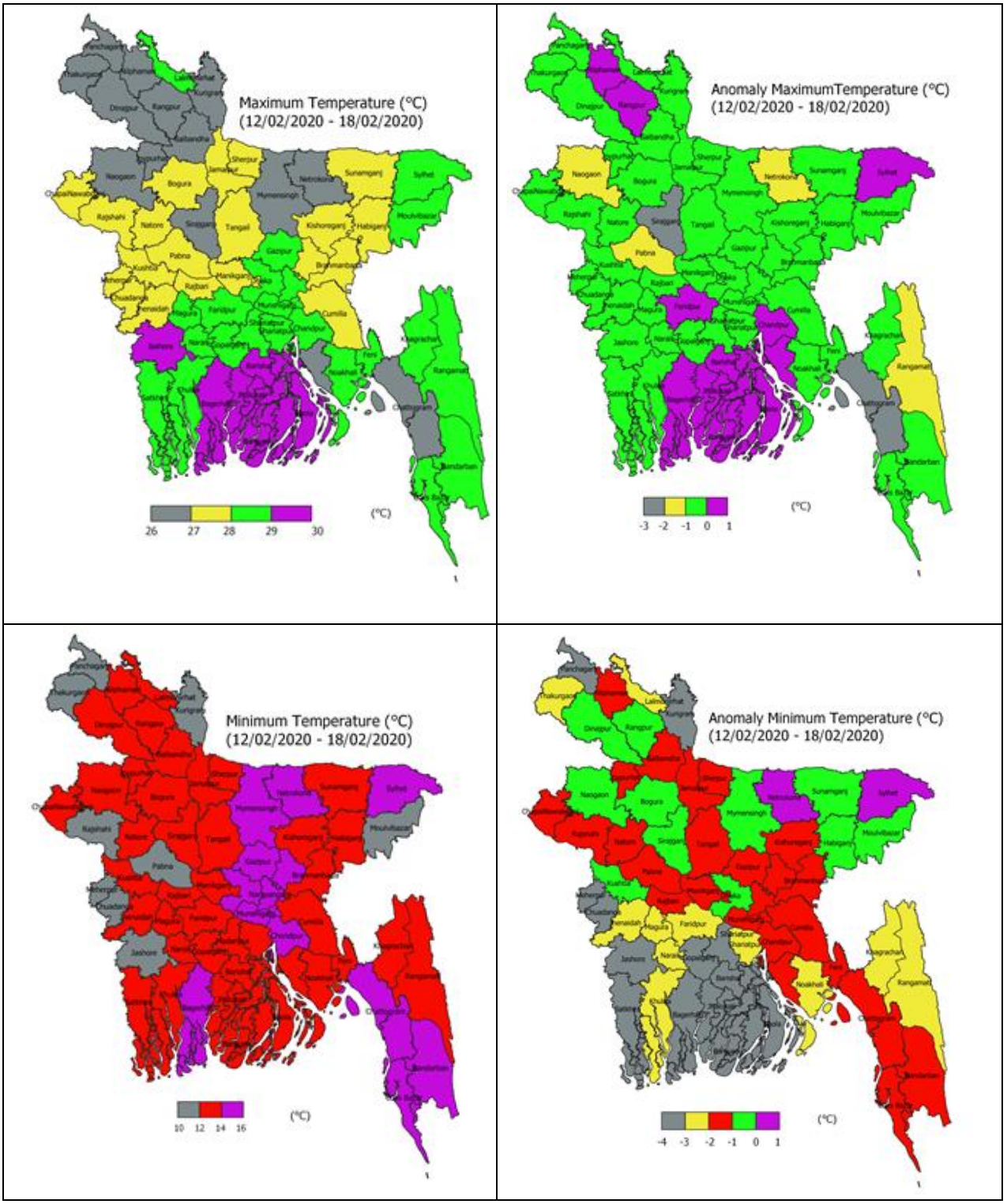

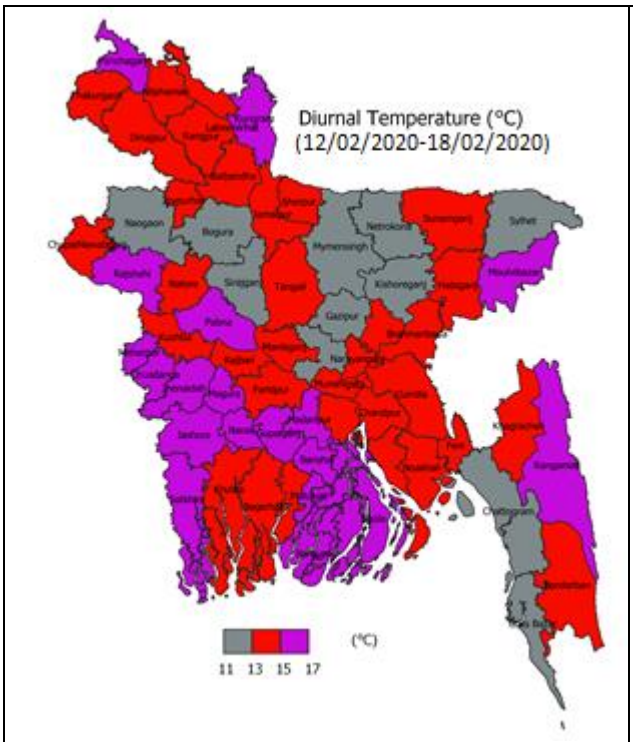
Diurnal Temperature (°C)
(12/02/2020-18/02/2020)
(°C)
11 13 15 17

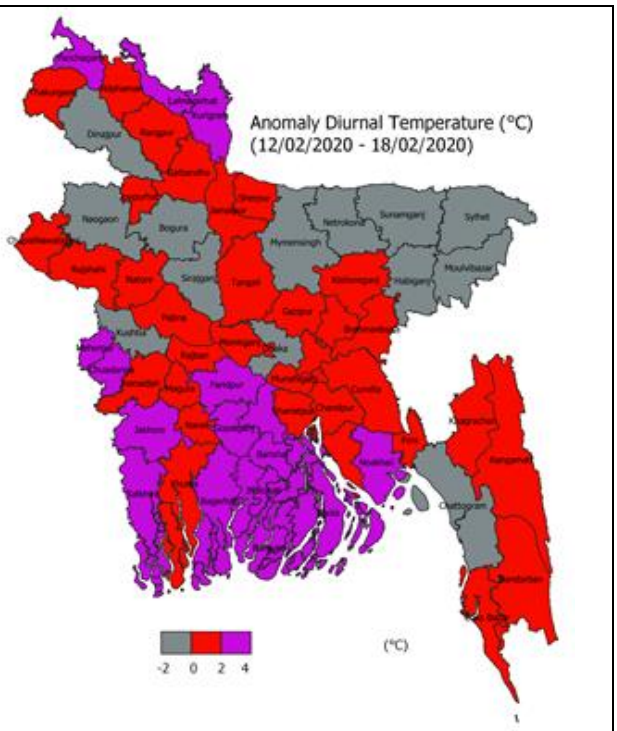
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(12/02/2020 - 18/02/2020)
(°C)
-2 0 2 4

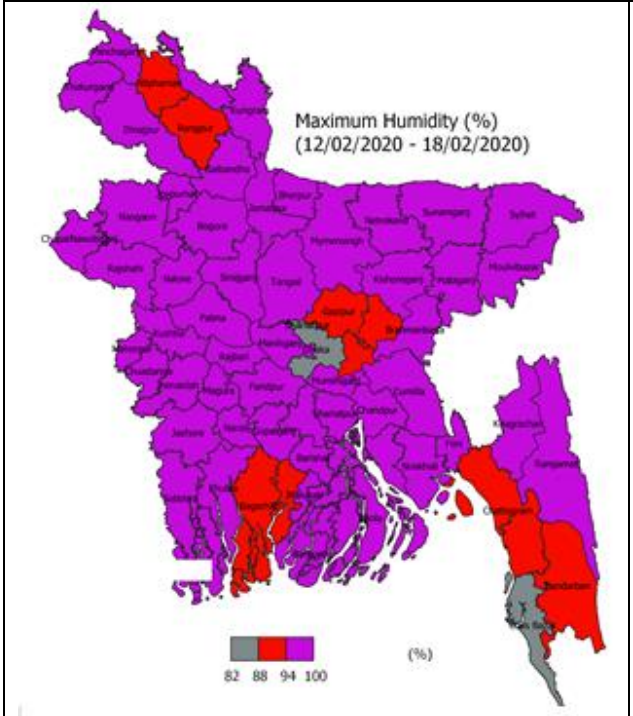
Maximum Humidity (%)
(12/02/2020 - 18/02/2020)
(%)
82 88 94 100

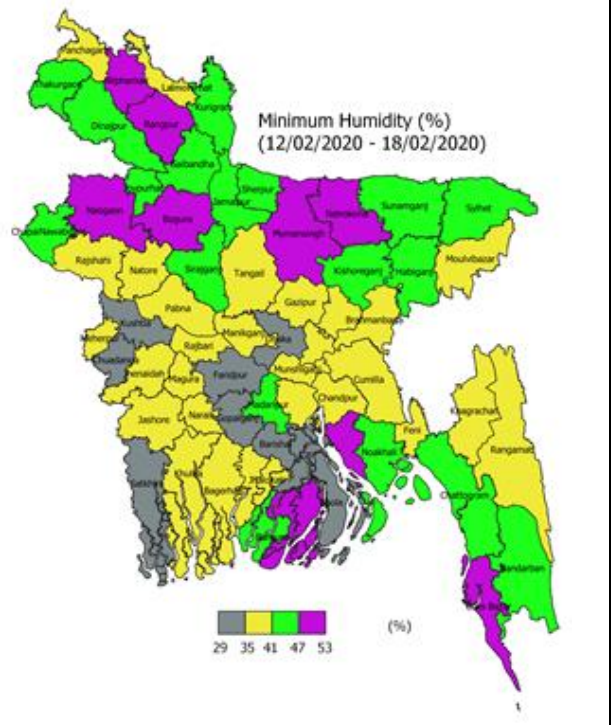
Minimum Humidity (%)
(12/02/2020 - 18/02/2020)
(%)
29 35 41 47 53

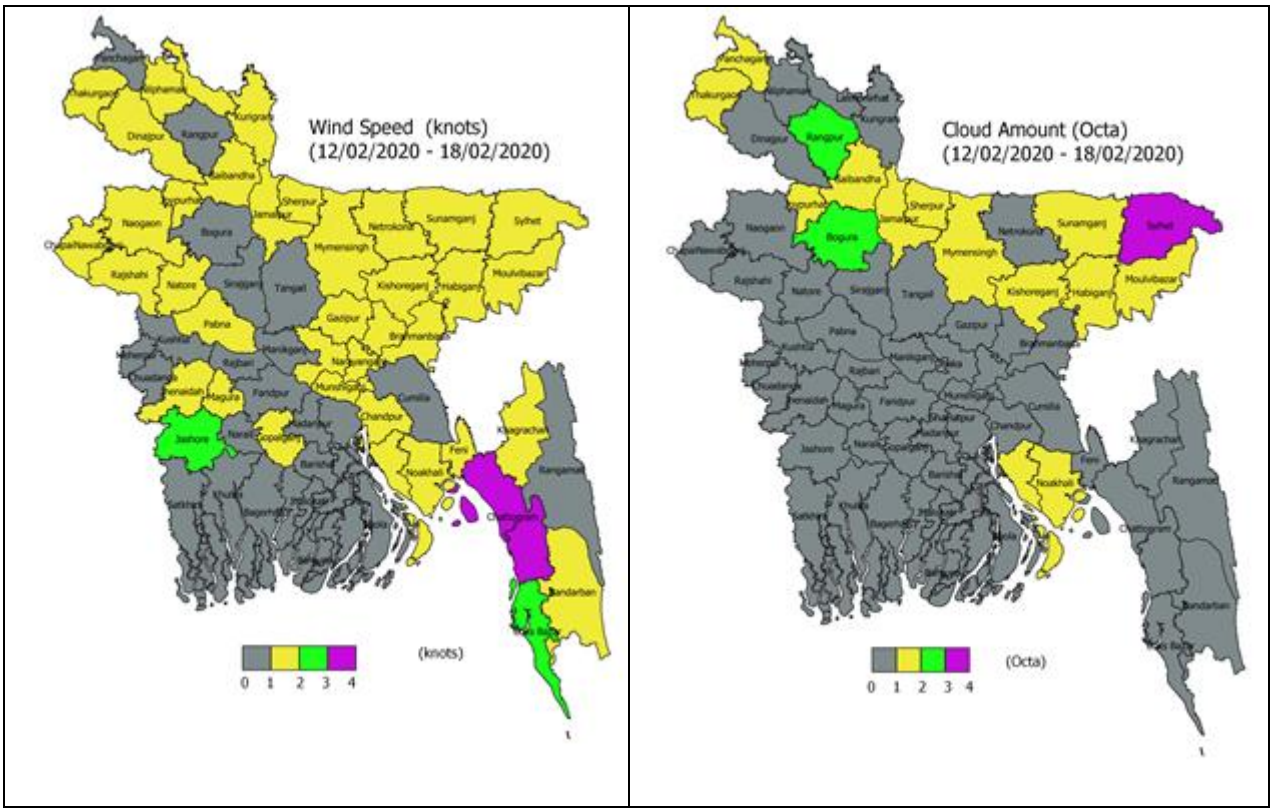

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৬/০২/২০২০ হতে ২২/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৬.৫০ থেকে ৭.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

এ সপ্তাহে সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময় অস্থায়ীভাবে আকাশ আংশিক মেঘলাসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সেইসাথে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ এবং যশোর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের দুই-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
- এ সময় দেশের কিছু কিছু স্থানে শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময় সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৯ *ফেব্রুয়ারি*, হতে ২৩ *ফেব্রুয়ারি*, ২০২০ পর্যন্ত)

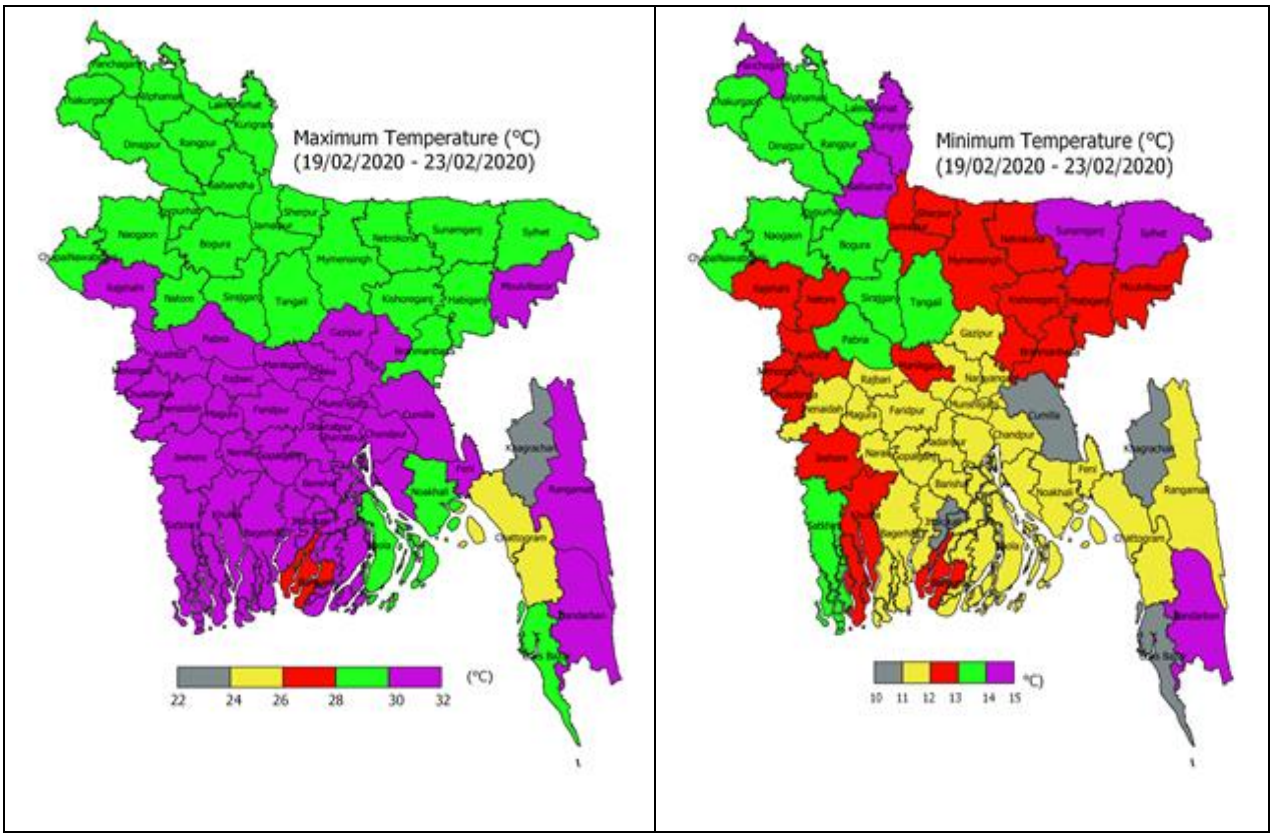

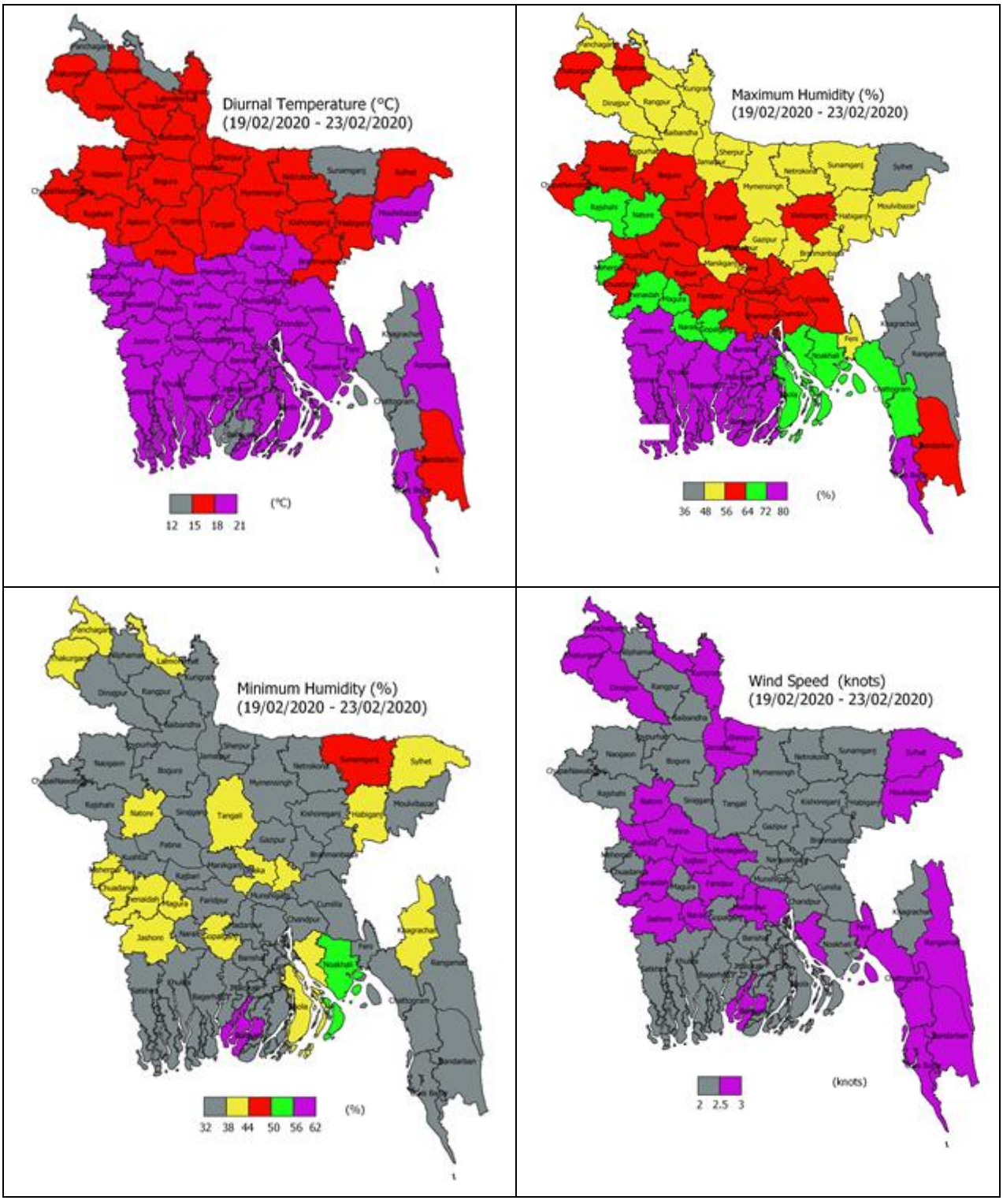
Diurnal Temperature (°C)
(19/02/2020 - 23/02/2020)
(°C)
12 15 18 21
Maximum Humidity (%)
(19/02/2020 - 23/02/2020)
(%)
36 48 56 64 72 80
Minimum Humidity (%)
(19/02/2020 - 23/02/2020)
(%)
32 38 44 50 56 62
Wind Speed (knots)
(19/02/2020 - 23/02/2020)
(knots)
2 2.5 3

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 06 (04 February-10 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

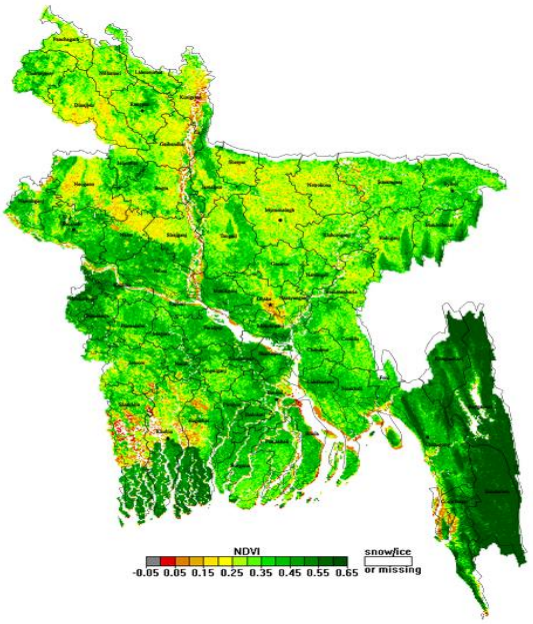

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 06 (04 February-10 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

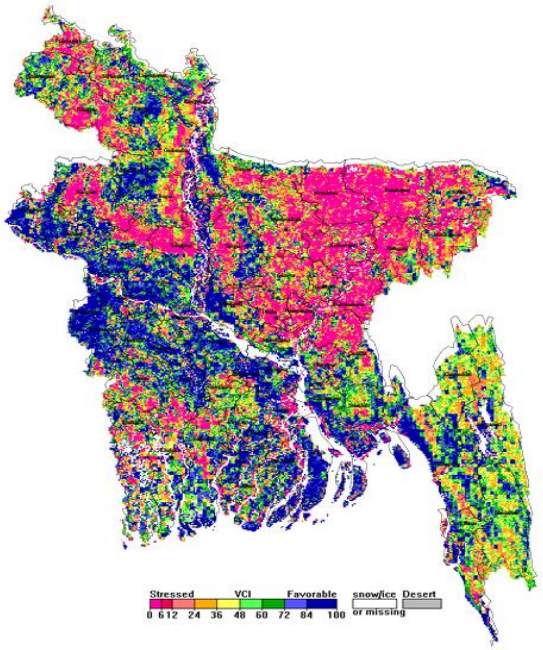

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 06 (04 February-10 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

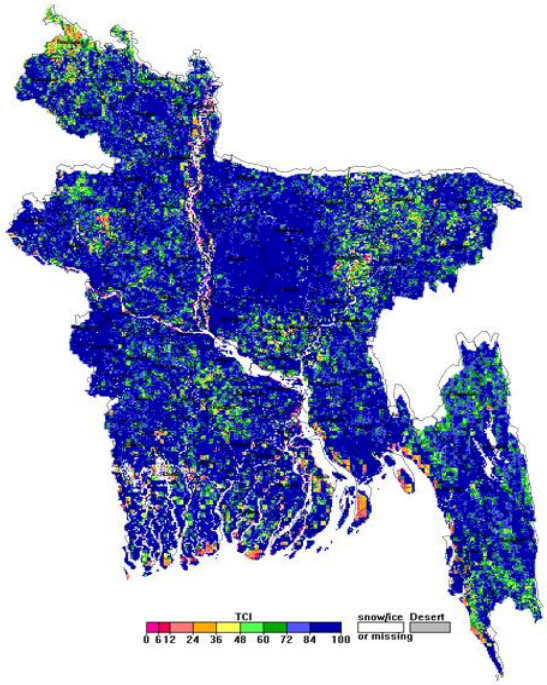

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 06 (04 February-10 February 2020) over Agricultural regions of Bangladesh